যুগান্তর

তারিখ 13 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

ভর্তিযুদ্ধ না ভর্তি বাণিজ্য

কিসের হাতে জিম্মি শিক্ষার্থীরা?

তেজগাঁও সরকারি বালিকা বিদ্যালয় গেট। গেটের মুখ ছেড়ে একটু দূরে জমাটবাঁধা জটলা। কেউ কেউ বসে পড়েছেন ফুটপাতেই। অনেকেই হাতব্যাগ দিয়ে বাতাস করছেন এক ভদ্রমহিলা। যদিও কাঁধে গেরুয়া রঙ শাল ফেলা। সঙ্গীর পরনে লাল সোয়েটার। শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে। হাতে শাদা মলাটে মোরা লম্বা খাতা। মলাটে লাল অক্ষরে লেখা বাংলা ও ইংরেজি। কথা হল লাল সোয়েটার ভদ্রলোকের সঙ্গে। মেয়ে নমিতাকে ভর্তি করতে চান তেজগাঁও সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে। সঙ্গে তার স্ত্রী সিথি সরকার। নমিতা পড়ছে স্থানীয় একটি ইংলিশ মিডিয়ামে। ইংলিশ মিডিয়াম থেকে কেন বাংলা মাধ্যমে সরকারি স্কুলে দিতে চাচ্ছেন মেয়েকে— এ প্রশ্নে সিথি বললেন, 'ইংলিশ মিডিয়ামে দিলে ছোটবেলার বেসটা ভালো হয়। না হলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলে স্কুল বন্ধ রেখে কোচিং-স্কুলের টিচার দিয়ে পড়ান— এতসব খরচ কীভাবে সামলাব?'

ভর্তি পরীক্ষা চলছে সরকারি ২৪টি সরকারি স্কুলের। ১১ তারিখ সি ভুক্তদের, ১২ তারিখ বি এবং ১৩ তারিখ এ গ্রুপ ভুক্ত স্কুলের পরীক্ষা হচ্ছে। নমিতার মতো আরও অনেক পরীক্ষার্থীর অভিবাবককে একই দুশ্চিন্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। কথা হল মিরপুর-১১ থেকে আসা ইমদাদুল হকের সঙ্গে। তার মেয়েও নমিতার মতো ক্লাস থ্রিতে পরীক্ষা দেবে। এই শ্রেণীতেই সবচেয়ে বেশি ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। বাকি আসন ফাঁকা হওয়া অনুযায়ী। এমদাদ সাহেব তার মেয়েকে কোচিং করাচ্ছেন গত ৬ মাস ধরে। তাছাড়া বাসায় একটি ভালো স্কুলের শিক্ষক শুধু ভর্তির জন্য আলাদা গাইডও দিচ্ছেন। এমদাদ সাহেব বললেন, 'এই বাচ্চা মেয়ের পেছনে খরচ হয়েছে গত ৬ মাসে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা। শুধু 'ফকিরাপুলে আমার পাশের ফ্ল্যাটের আপার ছেলে দু'বার আইডিয়ালে পরীক্ষা দিয়ে চান্স পায়নি। রিলায়েন্স কোচিংও করিয়েছে। ২য় বারতো স্কুল বন্ধ দিয়ে শুধু কোচিং করাল। শেষে ৩য় বারে কলোনির এক বাচ্চার মা পড়িয়েছে আর সেই ছেলে চান্স পেয়ে গেল। কোচিংয়ে একগাদা বাচ্চা দিয়ে খালি গুতোগুতি হয়। সব পড়া তো বাসায় দিয়ে দেয়। আমরাই পড়াই। টাকা গচ্চা যায় কোচিংয়ের পেছনে।' তাতে অংশ নিলেন পাশে বসা বাদামি বোরকা পড়নে আরেক অভিভাবক— 'কলোনিতে যারা থাকে তাদের সঙ্গে কলোনির স্কুলের একটা যোগাযোগ থাকে। শিক্ষকরা অনেকেই কেলোনিতে ভাড়া থাকেন। তাই কেমন প্রশ্ন হতে পারে তার একটা ধারণা দিতে পারে পরিচিতদের। তাছাড়া সরাসরি তো তারা কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে গেলে সমস্যায় পড়তে পারেন বলেই এভাবে কলোনির অন্য মহিলা বা লোক দিয়ে এই ব্যবসা করান। কিন্তু এটা যে রিলায়েবল হবে তা আপনাকে কে বলল। এর চেয়ে কোচিংই ভালো, একটায় না একটায় তো চান্স পাবেই বাচ্চা। ওখানে শুধু সেই একটা স্কুলই ভরসা থাকে।' 'কীভাবে একসঙ্গে অনেক স্কুলে চান্স পাবে। দ্যাখেন না, আমার ছেলেকে ধানমণ্ডি বয়েজে পরীক্ষা দেওয়াব। কলেজিয়েটেও। কিন্তু পরীক্ষা একদিনে পড়েছে দু'জায়গাতেই। ফর্ম বিক্রির আগে যদি পরীক্ষা হওয়ার তালিকাটা দিয়ে দিত, তাহলে অহেতুক টাকা নষ্ট, বাড়তি ভোগান্তি হতো না। কলেজিয়েটের জন্য আরও ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে পারত'— এতক্ষণ একমনে তসবি গুনছিলেন যিনি, একপাশ থেকে আস্তে করে সেই আপা বললেন এ কথা। কথা হল তার সঙ্গে। এসেছেন রায়েররাজার, টালিরোড থেকে। তার ছেলে মেজবাহুল পরীক্ষা দিচ্ছে ক্লাস সিক্সে।

শিশুরা ভেতরে প্রশ্নের উত্তর লিখতে ব্যস্ত আর অভিভাবকরা প্রতীক্ষার প্রহর গুণছেন— বাচ্চাটা এবার ভালো কোনও স্কুলে চান্স পাবে তো?

টিউশন ফি; গতবারও কোচিং করিয়েছি, কিন্তু চান্স পায়নি। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের পাশের বড় মাঠে যেন মেলা বসেছে। অভিভাবকের মেলা। তেজগাঁওয়ের চেয়ে একটু ভালো অবস্থা। কেননা বসার ঠাঁইটা তো আছে। ব্যস্ত পায়চারি করতে দেখা গেল স্যুটেট-বুটেট একজনকে। তার অ্যাপ্লিকেন্ট কোন ক্লাসের পরীক্ষার্থী জানতে চাইতেই হাঁটা থামিয়ে বললেন, 'সিক্স। তবে আসন খুব কম। চান্স না পেলে আমার ছেলেটার একটা বছর শেষ। গতবার পারেনি বলে এবার পাড়ার যে স্কুলে ও পড়ত, তা থেকে নাম কাটিয়ে সারাবছর প্রাইভেট টিচার আর কোচিং করিয়েছি। প্রাইভেট বৃত্তি পাওয়া ছেলেকে নিয়ে এভাবে সমস্যায় পড়তে হবে কীভাবে বুঝব?' এক জায়গায় চলছে বেশ তর্ক-বিতর্ক। মায়েরা সব বসে। প্রসঙ্গ— কোচিং, না স্কুলের টিচার দিয়ে প্রাইভেট টিউশন কোনটা বেশি ভালো? শাদা সালোয়ার-কামিজের এক মা বলে উঠলেন এমন সমস্যায় প্রতিবারই পরতে হয় বলে জানালেন উপস্থিত অভিভাবকরা। আরও জানা গেল, কোচিং সেন্টারগুলোতে ছোটরুমে গাদাগাদি করে অনেক ছাত্র নেওয়া হয়। দুই জায়গার দুই স্কুলের পরীক্ষা পদ্ধতি এক নয়। কিন্তু সবার জন্য কমন প্রসেসে কোচিং হওয়ায় ঠিক সমান সুবিধা পায় না সব বাচ্চারা। তাছাড়া শিক্ষক বা তাদের কোচিংয়ে আবার তৈরি হয়েছে এক অভিবাবক শ্রেণী যাদের বাচ্চারা এর আগে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করে ভালো স্কুলে ভর্তি হয়েছে। অভিযোগ এল কলোনি নির্ভর স্কুলগুলোতে এমন অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুলশিক্ষক বা কর্মচারীদের যোগশাজশেরও। তাদের মাধ্যমে স্পেশাল কোচিং এবং ডোনেশনে ভর্তি বাণিজ্য আরও রমরমা হয়ে উঠছে সরকারি এবং ভালো স্কুলের ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে।

লেখা ও ছবি : হাসান শামীম